আগামীকাল থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় বসছে সাড়ে ১৩ লাখ শিক্ষার্থী

সংবাদ : নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

| ঢাকা , রবিবার, ৩১ মার্চ ২০১৯

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আগামীকাল। এই পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসসহ সব ধরনের অব্যবস্থাপনা রোধে ইতোমধ্যে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। প্রথমদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত বাংলা প্রথমপত্র পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এবার এই পরীক্ষায় বসছে ১৩ লাখ ৫১ হাজার ৫০৫ পরীক্ষার্থী।

পরীক্ষাকে নির্বিঘ্ন করতে নেয়া হয়েছে কোচিং সেন্টার বন্ধসহ অন্তত ২২ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। পরীক্ষা চলাকালীন প্রশ্ন ফাঁসের গুজবে কান না দিতে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

এবার গত বছরের চেয়ে পরীক্ষার্থী বেড়েছে ৪০ হাজার ৪৮ জন। মোট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছয় লাখ ৬৪ হাজার ৪৯৬ জন ছাত্র, বাকি ছয় লাখ ৮৭ হাজার ৯ জন ছাত্রী। প্রশ্ন ফাঁসসহ নানা অপকর্মে কোচিং সেন্টারের সম্পৃক্তার প্রেক্ষাপটে পরীক্ষার সময় আগামীকাল থেকে ৬ মে পরীক্ষার শেষ পর্যন্ত সারাদেশে সব ধরনের কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। এই নির্দেশনা অমান্য করলে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ইতোমধ্যে বলেছেন, ‘দেশে নানা রকমের কোচিং সেন্টার রয়েছে। আইডিয়ালি কি হওয়ার কথাÑ শুধুমাত্র যে পরীক্ষা হচ্ছে সে পরীক্ষার কোচিং বন্ধ থাকলে চলত। কিন্তু আমাদের এখানে একই জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন রকমের কোচিং হয়, তারপরেও আমরা দেখেছি যখন নিষেধ করা হয় তখনও কিছু অসাধু ব্যক্তি নানাভাবে ওই নিষেধাজ্ঞাকে এড়িয়ে অসাধু উপায় অবলম্বন করেন এবং কোচিং সেন্টার খোলা রাখার বিভিন্ন চেষ্টা চালিয়ে যান। সে কারণে আমরা বাধ্য হয়েই সব ধরনের কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখছি। এইচএসসি পরীক্ষার সময় সব কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখা হলে অন্য স্তরের শিক্ষার্থীদের যে অসুবিধা হতে পারে।’

১ এপ্রিল থেকে ১১ মে পর্যন্ত হবে এইচএসসির তত্ত্বীয় পরীক্ষা। আর ১২ থেকে ২১ মে’র মধ্যে ব্যবহারিক পরীক্ষা হবে। এবার দুই হাজার ৫৭৯টি কেন্দ্রে ৯ হাজার ৮১টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী দ্বাদশ শ্রেণীর এই চূড়ান্ত পরীক্ষা দেবে। গতবারের চেয়ে

এবার শিক্ষা প্রাতষ্ঠান বেড়েছে ১১৮টি, কেন্দ্র বেড়েছে ৩৮টি।

এইচএসসিতে এবার আটটি সাধারণ বোর্ডের অধীনে ১১ লাখ ৩৮ হাজার ৭৪৭ জন, মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে আলিমে ৮৮ হাজার ৪৫১ জন, কারিগরি বোর্ডের অধীনে এইচএসসি বিএম'এ এক লাখ ২৪ হাজার ২৬৪ জন এবং ডিআইবিএসে ৪৩ জন পরীক্ষা দেবে। ঢাকার বাইরে এবার বিদেশের আটটি কেন্দ্রে ২৭৫ শিক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশ নেবে, এর মধ্যে ১২৭ জন ছাত্র, ১৪৮ জন ছাত্রী।

পরীক্ষা নির্বিঘœ করতে নেয়া হয়েছে কোচিং সেন্টার বন্ধসহ অন্তত ২২ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে শিক্ষা প্রশাসন। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশ করে নির্ধারিত আসনে বসতে হবে। অনিবার্য কারণে কোন পরীক্ষার্থীর দেরি হলে রেজিস্ট্রারে নাম, ক্রমিক নম্বর ও দেরির কারণ উল্লেখ করতে হবে। দেরিতে আসা পরীক্ষার্থীদের তালিকা প্রতিদিন কেন্দ্র সচিব সংশ্লিষ্ট বোর্ডকে পাঠাবেন। কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়া অন্য কেউ পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল ফোন বা অননুমোদিত ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করতে পারবে না। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এমন একটি ফোন ব্যবহার করবেন, যা দিয়ে ছবি তোলা বা ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায় না। ট্রেজারি বা থানা থেকে প্রশ্নপত্র গ্রহণ ও পরিবহন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-শিক্ষক-কর্মচারীরাও কোন ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না। প্রশ্নপত্র বহনের

কাজে কালো কাচের মাইক্রোবাস বা এ ধরনের কোন যানবাহন ব্যবহার করা যাবে না। কোন সেটের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয়া হবে তার কোড পরীক্ষা শুরুর ২৫ মিনিট আগে এসএমএসের মাধ্যমে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জানিয়ে দেয়া হবে।

এছাড়া পরীক্ষা চলাকালীন কেন্দ্রে ২০০ গজের মধ্যে শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীদের মোবাইল ফোনের সুবিধাসহ ঘড়ি, কলমসহ ইলেট্রনিক্স ডিভাইস ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকবে। প্রশ্নপত্র ছাপান্যের সঙ্গে স¤পৃক্ত বিজি প্রেসের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে গোয়েন্দা নজরদারিতে রাখতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

জেলা ট্রেজারিতে একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের উপস্থিতিতে প্রশ্নপত্র সর্টিং (বাছাই) করতে হবে ও দিনভিত্তিক একই সেটের সব প্রশ্ন একটি বড় খামে প্যাকেটজাত করে নিরাপত্তা টেপ লাগাতে হবে। ট্রেজারিতে রক্ষিত প্রশ্নপত্র পরীক্ষা শুরুর তিনদিন পূর্বে দিনভিত্তিক ও সেটভিত্তিক সর্টিং করে সিকিউরিটি খামে সংরক্ষণ করতে হবে। বোর্ডগুলো যথাসময়ে বড় খাম ও সিকিউরিটি টেপসহ আনুষঙ্গিক জিনিস জেলা প্রশাসকদের সরবরাহ করবে। প্রত্যেক কেন্দ্রের অভ্যন্তরে একটি ফটোকপি মেশিন রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করতে বলা হয়েছে।

ট্রেজারি বা থানা থেকে প্রশ্ন কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য দূরত্ব অনুযায়ী বেশি সময় আগে প্রশ্ন

বিতরণ না করে প্রয়োজনীয় সময় নির্ধারণ করে প্রশ্নপত্র বিতরণ করতে হবে। যদি কোন মোবাইল নম্বরে একাধিকবার একই অংকের টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট এজেন্টকে নিকটস্থ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। অনিবার্য কারণে পরীক্ষা শুরু করতে বিলম্ব হলে প্রশ্নে উল্লেখিত নির্ধারিত সময় শিক্ষার্থীদের দিতে বলা হয়েছে।